অমর শিল্পী'র

শ্বশুর বাড়ী

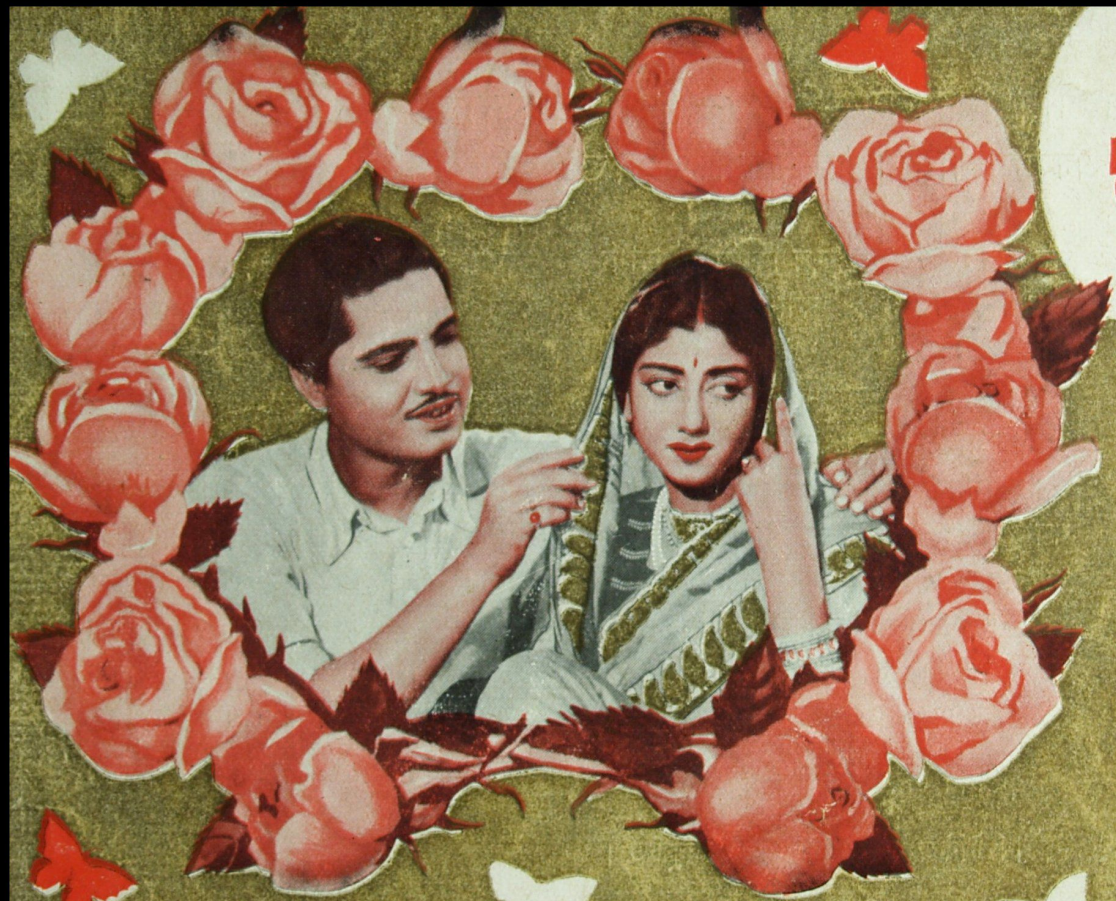

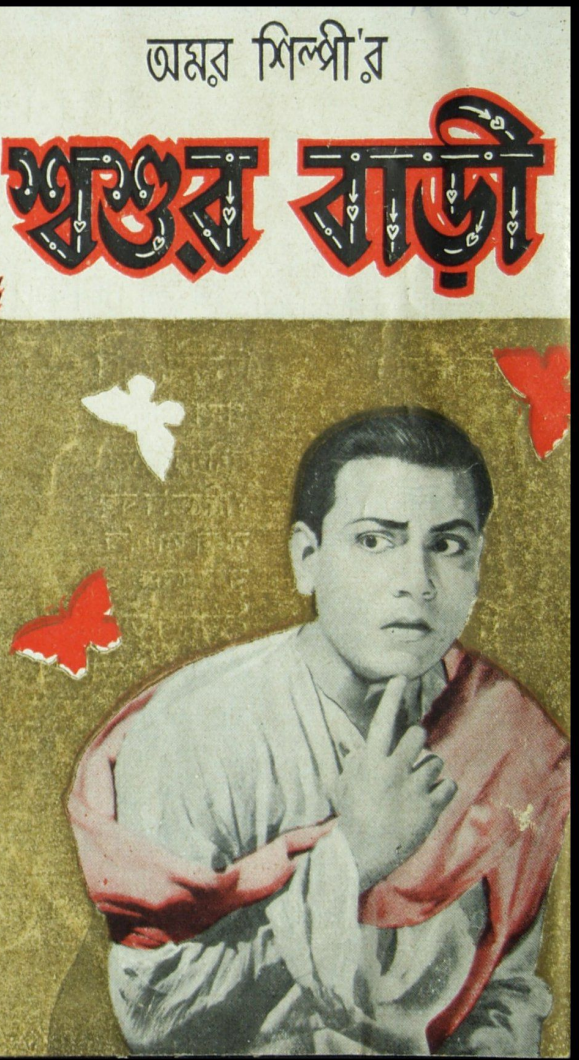

কাহিনী ও পরিচালনা • অরুণ চৌধুরী

অমর শিল্পীর নিবেদন—"শ্বশুর বাড়ী"

একমাত্র পরিবেশক—রাণা এণ্ড দত্ত

প্রযোজনা, কাহিনী, চিত্রনাট্য ও পরিচালনা } **অরুণ চৌধুরী**

চিত্র-শিল্পী : **দিব্যেন্দু ঘোষ**
প্রসুণ ঘোষ
সুনীল চক্রবর্ত্তী

শব্দ-যন্ত্রী : **পরিতোষ বসু**
সমেন চ্যাটার্জ্জি
অমর ঘোষ

সম্পাদক : **বৈদ্যনাথ চ্যাটার্জ্জি**
সুকুমার সেনগুপ্ত
অরুণ বোস্

সুর-সৃষ্টী : **প্রফুল্ল নির্ম্মল ভট্টাচার্য্য**

শিল্প নির্দ্দেশক : **কার্ত্তিক বসু**

গীতিকার : **শ্যামল গুপ্ত**

স্থির চিত্রী : সমর ব্যানার্জ্জি

রূপ-সজ্জাকর : সুধীর দত্ত

রসায়নাগারিক : **জগবন্ধু বসু মল্লিক**

যন্ত্র সঙ্গীত : **ন্যাশানাল অরকেষ্ট্রা**

আলোকসম্পাত : বিমল দাস, অমূল্য দাস, হরি সিং, ইন্দ্রমণী, নিরঞ্জন, নিতাই।

পরিচয় লিখন : **রমেশ চ্যাটার্জ্জি**

ব্যবস্থাপনায় : ঘণ্টু, মণ্টু, সণ্টু, ধনু ফেলু ভাইয়া আলো গৌর গোটল রাম ঔর কানাইয়া

সহকারি পরিচালক : সুরেশ হালদার
মণ্টু ব্যানার্জ্জি, দ্বিজেন চৌধুরী

চরিত্র-চিত্রণে : ধনঞ্জয় ভট্টাচার্য্য, সত্য বন্দ্যোপাধ্যায়, সাবিত্রী চট্টোপাধ্যায়, ভানু বন্দ্যোঃ, নমিতা চ্যাটার্জ্জি, শ্যাম লাহা, প্রতিমা বসু, অনুপ কুমার, সন্ধ্যা দেবী, অরুণ চৌধুরী, শৈলেন, নমিতা, গিরীশ, কুমুদ, বিনয়, ইন্দিরা, কালীনাথ, সুব্রত. অসিত, রেণু ও মিত্রা।

ইষ্টার্ণ টকিজ ষ্টুডিওতে গৃহিত
ও
ইষ্টার্ণ টকিজ লেবরেটারীতে পরিস্ফুটিত।

রাণা এণ্ড দত্ত, ৫৬, বেন্টিঙ্ক ষ্ট্রীট, হইতে সম্পাদিত ও প্রকাশিত। ইষ্টল্যাণ্ড প্রেস সার্ভিস, ২৯, ওয়াটারলু ষ্ট্রীট, কলিকাতা-১

মূল্য তিন আনা

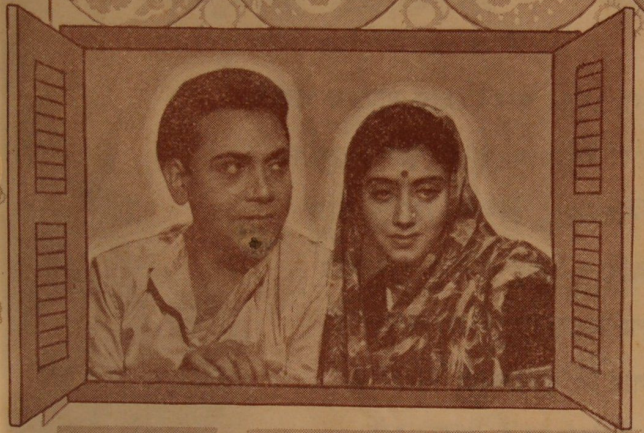

শ্বশুরবাড়ীর কাণ্ডকারখানা

গল্প নয়—ভূমিকা

এক যে ছিল জমিদার—নাম তাঁর মাতঙ্গ ওরফে হাতী চৌধুরী। কলকাতার কোন এক পাশে গোবিন্দপুর গ্রাম জুড়ে ছিল তাঁর বিরাট জমিদারী। হাতীশালায় গরু ছিল; গোশালায় ছিল ১৯২৮ সালের ঝরঝরে ষ্টুডিবেকার। বার বাড়ীতে নায়েবহীন কাছারী বসতো আর অন্দরে পড়তো per-বেলায় গোনা তিনখানা পাত। একটি হাতী চৌধুরীর আর বাকী দুটি তাঁর যমজ নাতনী বেণু ও রেণুর। ঊনত্রিশ মিনিট সাড়ে সাঁইত্রিশ সেকেণ্ডের তফাৎ বেণু আর রেণুর জন্মের টাইমের। কিন্তু বিয়ের টাইমের তফাৎ হলো মোটে তিন মাসের। বেণুর বে'হয়েছে ঠিক তিন মাস আগে কোথাকার কে এক গাইয়ে বিমল মিত্তিরের সঙ্গে। আজ রেণুর বে' কলকাতার দর্জ্জিপাড়ার ডাকসাইটে হরি ঘোষের হাফবওয়াটে ছেলে ভোলা ঘোষের সঙ্গে। জ্ঞাতিগুষ্টি পাড়া-পড়শী সবাই এসেছে বিয়েতে। শুধু আসতে পারেনি বেণু আর বিমল। বাজী রেখে আম আর কাঁঠাল খেয়ে কলেরা বাধিয়ে ওদের গোবিন্দপুর আসার পথে কাঁটা দিয়েছেন রেণুর শাশুড়ী। বে' হলো; বাসি বে'ও হলো। শ্বশুরবাড়ী যাবার জন্যে গাড়ীর পাদানিতে সবে একটা পা দিয়েছে রেণু, ঠিক এমনি সময় জ্ঞাতি বোন cum বন্ধুনি পঞ্চি এসে ওর নির্দ্দোষ কানে ফিসফেসালো, "দস্যিপনা

আর কাঙালপনা করাই হলো পুরুষের ধর্ম্ম। ছলে বলে কৌশলে, যেমন করেই হোক ম্যানেজ করাই হলো ওদের কাজ। নিজের ভবিষ্যৎ যদি আঁধার করতে না চাসতো টপ করে ঘোমটা খুলে নিজেকে বেওয়ারিশ সস্তা করে তুলিসনি। যতদিন পারবি ঢাকা রাখবি নিজেকে। দেখবি, স্বামীর কাছে দর তোর চড় চড় করে বেড়ে যাবে। বুঝলি ?" ঘাড়খানা একদিকে একটু হেলিয়ে সায় দিয়ে গাড়ীতে উঠল রেণু। পেছনে ভোলা বেচারা জানতেও পারলো না, ঘোমটা খোলার কি কুরুক্ষেত্রই না তাকে লড়তে হবে কালথেকে। তারপর ? শুরু হলা ঘোমটা খোলা-না-খোলার লড়াই। পঞ্চরথী নিয়ে স্বামীকে ঘিরে ধরলো রেণু। কিন্তু ভোলা ঘোষ দর্জ্জিপাড়ার ছেলে। বুদ্ধির কাঁচি শানিয়ে রুখে দাঁড়াতে বিন্দুমাত্র দেরী করলো না সে।

অবশেষে.....?

গানের আসর

(১)

ও আমার গান—
ওরে আজ কোন সে ঠিকানায়,
ডাকলো কে ঐ ছুটির ইশারায় ॥
সবুজ ক্ষেতে চপল হাওয়ায়
কার সে আঁচল দোলে,
কার দিঠি ওই ছায়া কাঁপায়
কাজলা দীঘির কোলে ;
নাম-না-জানা-ফুল কে ফোটায়
পথের কিনারায় ॥

সারা নিখিল জুড়ে,
গান যে আমার তার খোঁজেতে
বেড়ায় ঘুরে ঘুরে ।
মন হেসে কয়—ওরে অবুঝ
নয়রে হোথায় নয়,
বাইরে অমন খুঁজলে কি তার
মিলবে পরিচয় ;
ডাক দিল যে সে আছে তোর
মনের নিরালায় ॥

বিমল

কথা :—শ্যামল গুপ্ত ।

(২)

চাঁদ কি ভুলেও ব'লেছে তোমায়
কখনও আমার মত,
তুমি সুন্দর কত!
একা তুমি শুধু শুনে যাবে ব'লে
পাখী কি গে'য়েছে গান,
ফুল সবটুকু মাধুরী একেলা
তোমায় করে কি দান ;
আমার আঁখিতে যে আলো দেখেছ
প্রদীপে কি দেখ অত ?
তবে, কেন ভয় পাও ভেবে—
চাঁদ ডোবে যদি পাখী ভোলে গান
ফুল ঝরে দীপ নেভে ।
হৃদয় আমার কর অফুরাণ
তুমি আরো মাধুরীতে,
কণ্ঠে আমার দাও আরো গান
আরো আলো এ আঁখিতে;
সুন্দরতর তুমি হবে আমি উচ্ছল হ'ব যত ॥

কথা :—শ্যামল গুপ্ত **বিমল**

(৩)

রাত হ'ল নিঝুম—
কেন বলো তাও ঘুম
পায়না
কাছে থেকে এতক্ষণ
ছেড়ে যেতে বুঝি মন
চায়না ॥
কতদিন পরে সেই
দেখা হ'ল আজ এই
দু'জনে,
কত কথা হৃদয়ের
হ'ল গান মিলনের
কূজনে ;

মালা নয় নাই দাও
আঁখি যেন জলে তাও
ছায়না ॥
আমি হ'ব ফুল আর
তুমি হ'য়ো তারা ওই
গগনে,
ও আমার পরবধূ
পরিচয় হবে মধু
লগনে ;
দূর হ'তে দেয় দোলা
হায় তারে যে গো ভোলা
যায়না ।

কথা :—শ্যামল গুপ্ত ।

বেণু ও বিমল

(৪)

প্রজাপতির মতন মেলে হাল্‌কা রঙিন পাখ্‌না ।
লুকোচুরির খেলায় আমার দিন যদি যায় যাক্‌না
ফাগুন ছোঁয়া মদির করা যৌবনে
কারেও ধরা দিইনা আমি মৌ বনে,
ভ্রমর-বঁধু মধুর আশায় অধীর হ'য়েই থাক্‌না ॥
আমার খুশীর এই যে হঠাৎ ঝল্‌কানি
সবার মনে চমক লাগায় তাও জানি ;
ফুল ভেবে আজ ভুলের ফসল চায় যদি সব চাক্‌না

কথা :—শ্যামল গুপ্ত ।

পপিপল

(৫)

রজনীগন্ধা কি জানি কেমন ক'রে
একথা জেনেছে যে।
মনে মনে তুমি বরণ ক'রেছ মোরে
আমি যে তোমার কে॥
দূরে বনছায়া দেখেছে আড়াল থেকে
মধু মাসে আজ নিলে যারে কাছে ডে'কে
গান গেয়ে আমি ঢেউ তুলি যে বাতাসে
এবার শুনেছে সে॥

বুঝেছে আকাশ বুঝেছে শ্যামল ধরা—
কার আঁখি হ'তে স্বপন ঝরায়ে
আমার এ আঁখি ভরা।
আভাস পেয়েছে সবাই যে এইবার
হার মেনে তুমি মানালে আমায় হার ;
হৃদয় দেবার ছলে আজ কি মায়াতে
হৃদয় নিয়েছ এ॥

কথা :—শ্যামল গুপ্ত। **বিমল**

(৬)

মালা দেবার সাথেই তুমি
দিলে তোমার ভীরু মন—
আমার জীবন কুঞ্জে সে যে
ফাগুন রাঙা সমর্পণ॥
সে মালা যে বিনিসুতোয় নয় গাঁথা,
ঝ'রে-যাওয়া-দলগুলি জানাল' তা' ;
তার, গন্ধ মনে দ্বন্দ্ব-ভরা ছন্দ জাগায় সারাক্ষণ॥
পাবার নেশায় ভুলিনি সেই
তোমার চোখের চাওয়া—
যেন, ভাবলে মনে 'যা' দিয়েছি,
যায় কি ফিরে পাওয়া" ?
যা' দিয়েছ নাইবা ফিরে পে'লে তা',
যে নিয়েছে সেও তো ফিরে দেবে না ;
এই, ঝরা মালার শুক্‌নো ডোরে কিইবা তোমার প্রয়োজন !

কথা :- দ্বিজেন চৌধুরী **বিমল**

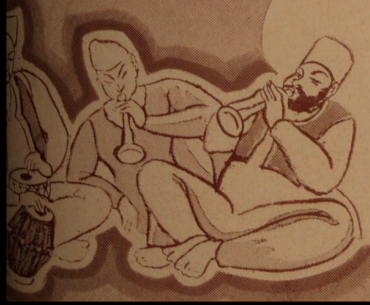

পরবর্তী চিত্র-সম্ভার
সুপ্রভাত ফিল্মস লিঃ এর
রাখী
পরিচালনা • মধু বোস
সঙ্গীত • কৃষ্ণ চন্দ্র দে
রূপায়ণে • সন্ধ্যারাণী • অসিতবরণ
বিভূতি বন্দ্যোপাধ্যায়-এর
পথের পাঁচালী
পরিচালনা • সত্যজিত রায়
লিট্‌ল পিকচার্সের
অঙ্কুশ
পরিচালনা • তপন সিংহ
রূপায়ণে • মঞ্জু • অনুভা • অভি
পরিবেশনায়
রানা এণ্ড দত্ত
প্রচ্ছদপট ও আভ্যন্তরীণ রূপসজ্জা .... কলাবিদ